তারিখ ... 23 JUL 2008
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

দৈনিক
ইনকিলাব

আড়াল করার চেষ্টা : তদন্ত করছে দুদকের বিশেষ টি

ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যাণ্ড কলেজে ৫০ কোটি টাকা লোপাট

সাঈদ আহমেদ

দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে লোপাট হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ২০০৭ সালের অডিট রিপোর্টে এই বিপুল অর্থ লোপাটের বিষয়টি ধরা পড়লেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের সহায়তায় ভিকারুন নিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুর্নীতিবাজ চক্র অর্ধশত কোটি টাকা দুর্নীতির বিষয়টি ধামাচাপা দিতে গ্রহণ করেছে অভিনব কৌশল। তারা সময়ে সংঘটিত অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো দুর্নীতি ও অনিয়মগু বড় করে দেখিয়ে নিজেদের অপরাধ 'গৌণ' প্রমাণের চেষ্টা ক তবে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অর্ধকোটি লোপাটের বিষয়টির ওপর জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতি কমিশনের বিশেষ টিম। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভি অংশ হিসেবে উপ-পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেনের বিশেষ টিম ভিকারুন নিসা

ভিকারুন নিসা কলেজে ৫০ কোটি টাকা লোপাট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুর্নীতি তদন্ত করছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনিয়মের মূল ক্ষেত্র ৮টি। এগুলো হচ্ছে– দরপত্র আহ্বান ও গ্রহণে অনিয়ম, খোলা দরপত্র আহ্বান না করা, যাথাযথভাবে কোটেশন না করা, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করা, কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়া, ব্যয়ের সমর্থনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভাউচার উপস্থাপন না করা, অনেক ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন না থাকা এবং ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও বিবিধ মালামালের মজুদ ও বণ্টন রেজিস্ট্রার না থাকা। খাতওয়ারি অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা রয়েছে ৯২টি। এর কয়েকটি হলো– শিক্ষার্থীদের বেতন, ভর্তি পরীক্ষার ফি আদায়ের সঠিক হিসাব রাখা হয় না। বড় অংকের নগদ অর্থ (যেমন-৫ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৮ টাকা) হাতে রাখার প্রবণতা। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল তহবিলে ৬ কোটি ১ লাখ ৯৫৮ টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে ভিকারুন নিসা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান, যা আজ অবধি অনাদায় রয়ে গেছে। উক্ত সুদমুক্ত ঋণদানের কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৬ কোটি ৬৫ লাখ ১১ হাজার ৫২২ টাকা। বাড়ী ভাড়া বাবদ উৎস স্থলে আয়কর কর্তন না করায় ১৬ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮২ টাকার রাষ্ট্রীয় ক্ষতি। মেয়াদ পূর্তির আগেই এফডিআর ভাঙ্গানোর ফলে সুদ বাবদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৫৪ লাখ ৬৮ হাজার ৯৭১ টাকা। সর্বোচ্চ ধাপের অতিরিক্ত মূল বেতন প্রদান করায় ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৯৭ টাকা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি। আজিমপুর শাখা স্কুল ভবন নির্মাণে মোট পরিশোধ ৫ কোটি ৮৭ লাখ ৪৩ হাজার ৩৬১ টাকা। অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ১ কোটি ৫০ লাখ ৪৪ হাজার ৫২৮ টাকা। শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণে ৬৮ লাখ ১৪ হাজার ১৭৯ টাকা ব্যয়। এখানে গৃহীত দরের চেয়ে ১৪ লাখ ৯২ হাজার ৫৪৩ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যম ভবন নির্মাণে বিধিবহির্ভূতভাবে ১ কোটি ৯৮ লাখ ৪২ হাজার ৪৫৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। গৃহীত দরের চেয়ে ৫ লাখ ৫১ হাজার ৮৬৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। বসুন্ধরা শাখা ভবন নির্মাণে গৃহীত দরের চেয়ে ১ কোটি ৯ লাখ ১৯ হাজার ৫৪১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থান করেও ১৩ লাখ ১৬ হাজার টাকা যাতায়াত ভাতা গ্রহণ। প্রাপ্যতাবহির্ভূতভাবে ২টি আইএসডি মোবাইল সেট ব্যবহার করায় ১ লাখ ৩ হাজার ৪৭৫ টাকার আর্থিক ক্ষতি। খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা। তাদের অধ্যক্ষ সরাসরি নিয়োগ দিয়েছেন। বিধিবহির্ভূতভাবে মুরাল চিত্র নির্মাণে ৪ লাখ টাকা ব্যয়। ভর্তি ফরম মুদ্রণ, বিক্রয় ও বণ্টনের সঠিক রাখা হয়নি। একই ক্রমিকের ৫শ'টি ভর্তি ফরম পৃথক ২টি তারিখে প্রত্যারণামূলকভাবে বিতরণ ও বিক্রয়। ভ্যাট ও আয়কর বাবদ জমাকৃত ১ কোটি ৭৬ লাখ ৯৩ হাজার ২ টাকার সিটিআর পাওয়া যায়নি। আসবাব ক্রয় না করেই ৮৪ হাজার ৬শ' টাকার আসবাবপত্র 'ক্রয়' দেখানো। বিধি লঙ্ঘন করে ব্যাংক ভবন সম্প্রসারণে আর্থিক ক্ষতি ২ লাখ ৫৩ হাজার ৭৭০ টাকা। ভাউচারবিহীন আইনজীবীর ফি বাবদ ১ লাখ ১০ হাজার টাকা পরিশোধ। চার্জ এলাউন্স বাবদ কর্মচারীদের গত ৫ বছরে ২১ লাখ ৬ হাজার ৪২০ টাকা পরিশোধ। গাড়ীর জ্বালানি ও যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৫৭ টাকার অনিয়মিত ব্যয় প্রদর্শন। জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ ব্যয় দেখিয়ে কর্মচারীদের ১০ লাখ টাকা আত্মসাৎ। বিধিবহির্ভূতভাবে ১১ লাখ ৭৮ হাজার টাকা বই ক্রয়। প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে ৯০ লাখ ৫০ হাজার টাকার অনিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণে ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত ৩০ লাখ ৪১ হাজার ৫৮২ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। রিকন্ডিশন্ড গাড়ী ক্রয় এবং ভ্যাট, আয়কর বাবদ ১ লাখ ২ হাজার ৮০১ টাকার ক্ষতি। টেন্ডার কোটেশন ব্যতী ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৪৮০ টাকা টাকার যন্ত্রপাতি ক্র এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় ১ লাখ হাজার ১৭৫ টাকার ক্ষতি। বিধিবহির্ভূতভাবে ১২ লা ৪৭ হাজার ৭৪০ টাকার সার্ভার ক্রয়। গ্রাচুইটি কল্যাণ তহবিল বাবদ আর্থিক বিধি লঙ্ঘন করে এক সুবিধা দু'জায়গা থেকে গ্রহণ বাবদ ব্যয়িত অর্থে পরিমাণ ১ কোটি ৮৭ হাজার ৯৬ হাজার ৪০২ টাকা এসএসসি ফরম পূরণকালে নির্ধারিত ফি'র অতিরি ৮১ লাখ ৩২ হাজার ৮শ' টাকা নগদে আদায় কনসালটেন্সি ফার্ম থেকে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করায় ১ লাখ ৫২ হাজার টাকার সরকারী ক্ষতি অডিটরিয়াম মেরামত ও এসি, জেনারেটর সরবরা সংযোজন না করায় ৮৪ লাখ ৪০ হাজার অব্যয়ি অর্থ কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। অগ্রিম বাবদ প্রদ ২ কোটি ১০ লাখ ২৮ হাজার ৪১২ টাকার সমন্বি ভাউচার নেই। ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০ সালের ৮৩ লাখ ৫৯ হাজার ২২৭ টাকা ব্যয়ে কোনো ভাউচার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ মাসে বেতন বাবদ ব্যয়িত ৫৪ লাখ ৫৫ হাজার ২১৩ টাক যথাযথ হিসাব পাওয়া যায়নি। অনিয়মিতভাবে ৩ত ও ৪তলা ভবন নির্মাণে ৪৫ লাখ ৪৫ হাজার ৭৫ টাকা ব্যয়। সরকারী বৃত্তি বাবদ উত্তোলিত ৮ লাখ হাজার ২৯৯ টাকা ব্যয় না হলেও কোষাগারে ফে দেয়া হয়নি। বেতন খাতে আয়ের চেয়ে এক বছরে কোটি ৭৫ লাখ ৮১ হাজার ২৯৫ টাকা অতিরি ব্যয়। শিক্ষক-কর্মচারীদের সম্মতি ব্যতীত ২ কে ২৪ লাখ ৩৩ হাজার টাকার শিএফ তহবিল থে এফডিআর স্থানান্তর। শিক্ষার্থীদের কাছ থে আদায়যোগ্য ২৩ কোটি ২৩ লাখ ৪৩ হাজার ১ টাকা ব্যাংকে জমার সমর্থনে কোনো রেকর্ড পা যাচ্ছে না। সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে মিথ্যা ভুয়া তথ্য প্রদান করে ৪ কোটি ২২ লাখ টা এফডিআর নগদায়ন ও কম সুদে এফডিআর ও ন হিসাব খোলা হয়। ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের বি থাকা সত্ত্বেও ১ কোটি ১৫ লাখ ৪৮ হাজার ২শ' ট সরাসরি নগদ আদায় করা হয়েছে। সরকার প্র বাড়ী ভাড়া বাবদ গৃহীত ১১ লাখ ২৪ হাজার টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে দেয়া হয়নি। এরকম আরো বহু খাত হ দুর্নীতির। যার মোট অংক ৪৯ কোটি ৭৯ লাখ হাজার ৪৩৫ টাকা। সূত্রমতে, ২০০২ স অবসরগ্রহণকারী বিখ্যাত একজন অধ্যক্ষের আমা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজে দুর্নীতির বীজ উপ্ত হয়। পরে তার যাওয়া একজন করণিক এবং অনুসারী কর্ম শিক্ষিকার হাতে কোটি কোটি টাকার আর্থিক অ হয়। ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলে শিক্ষকরা মনে করেন, ২০০২ ও ২০০৮ সা অডিট রিপোর্ট ধরে তদন্ত করা গেলেই প্রকৃত বেরিয়ে আসবে। চিহ্নিত হবে কারা প্রতিষ্ঠ